আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে রিয়াজ উদ্দিন সভাপতি ও মজিবার রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় গতকাল শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে মোট ৪৩৩ টি ভোটার মধ্যে ৪০৫ টি ভোট পোল হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে মো: রিয়াজ উদ্দিন ছাতা প্রতিক নিয়ে ২৬৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আব্দুল মালেক সাইকেল প্রতিক পেয়েছেন ১৩৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মজিবার রহমান আনারস প্রতিক নিয়ে ১৯৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আকুল আলী মাছ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১২ ভোট, অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী রফিকুল ইসলাম কুড়েঘর প্রতিক নিয়ে পেয়েছে ৭৮ ভোট।

এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে হাফিজুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতিক নিয়ে ১৯৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম ইপি হরিণ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৭৫ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মশাল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৯ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু ট্রাক প্রতিক নিয়ে ১৯৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল জব্বার হাতি প্রতিক নিয়ে ১১৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান দোয়াতকলম প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৯ ভোট। সহ-সম্পাদক পদে মুক্তার আলী মই প্রতিক নিয়ে ১৬৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুরমত আলী চেয়ার প্রতিক নিয়ে

পেয়েছেন ১৩৪ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান ফুটবল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৮ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল হান্নান বালতি প্রতিক নিয়ে ১৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুজন শেখ মোটর সাইকেল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৩৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোজাফ্ফর হোসেন গোলাপ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১৯ ভোট। প্রচার সম্পাদক পদে আশরাফুল হক রুবেল উড়োজাহাজ প্রতিক নিয়ে ২১৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এনামুল হক মাইক প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৩ ভোট।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের মামুন অর রশিদ।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ঠিকাদার সমিতির আহবায়ক কমিটি গঠন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ঠিকাদার সমিতির কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় ঠিকাদার মিজানের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ঠিকাদার সাবেক খাসকররা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আজিবর রহমান।

বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইটভাটা মালিক হেলাল উদ্দিন, বিশিষ্ট ঠিকাদার সিরাজুল ইসলাম,আহসান হাবিবব, সিরাজুল ইসলাম লাল্টু, আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, আশরাফুল হক,আলাল উদ্দিন, রকিবুল ইসলাম রকি, হাসানিজ্জামান হাসান প্রমুখ।

মতবিনিময় শেষে সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইটভাটা

ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দীনকে আহবায়ক ও বিশিষ্ট ঠিকাদার সিরাজুল ইসলামকে যুগ্ম আহবায়ক মনোনীত করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন আজিবার রহমান,বিশিষ্ট ঠিকাদার সামসুল ইসলাম, আলাল উদ্দিন, রকিবুল ইসলাম রকি, মুন্সি শফিকুল ইসলাম, মীর মুছা ওয়ালীউল্লাহ লাল্টু, আলম হোসেন, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, আহসান হাবিব, আহসানউল্লাহ, বাবুল মিয়া, আশরাফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান বকুল, বসির উদ্দীন, কামাল জোয়াদ্দার, আশাবুল হক, মোজাম্মেল হক, মিজানুর রহমান, আলিউজ্জামান।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উপজেলা পর্যায়েরর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই মঞ্চে শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার, চশমা, হিয়ারিং এইড ও স্ক্র্যাচ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে পাইলট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বি-টিম মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় বালক বিভাগে ভাংবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে খাসকররার কায়েকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত জয়লাভ করে। এদিকে বালিকা উদয়ন বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩-০ গোলে ফুলবগাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভারপ্রাপ্ত ও সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদরে সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহাম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ

কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা রিসোর্চ সেন্টারের ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, পাইলট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা। সহকারি শিক্ষা অফিসার জিএম কামাল হোসেনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন সহকারি শিক্ষা অফিসার শামীম সুলতান, সহকারি শিক্ষা অফিসার হুমায়ন কবীর, সহকারি শিক্ষা অফিসার রফিকুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন, মোল্লা ফেরদৌস রিজভী প্রমুখ। উদ্বোধনী খেলা পরিচালনা করেন সহকারি শিক্ষক তহিদ, তবিবুর, আরেফিন কবির রিপন, ফিরোজুল ইসলাম, মামুন, আশরাফুল, হাসাউদ্দৌলা, আকা আজাদ, রিজভী। খেলা ধারাবিবরণী দেন সহকারি শিক্ষক মামুনুজ্জামান ও আহসান হাবীব। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শেষে একীভ‚ত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিমুদের মাঝে হুইলচেয়ার, চশমা, হিয়ারিং এইড ও স্ক্র্যাচ বিতরণ করা হয়। স্কুল পড়–য়া ৭ জনকে হুইলচেয়ার, ২ জনকে হিয়ারিং এইড, একজনকে স্ক্র্যাস ও একজনকে চশমা ক্রয় ও ডাক্তার দেকানোর জন্য নগত টাকা তুলে দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় বাড়ির গর্তে গাঁজা চাষ দুই ভাই গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় সদ্য নির্মিত বসত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষের অভিযোগে আপন ২ ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার গোপিবল্লভপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে লালন (৩৮) ও খোকন আলি (৩২) । আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে তাদের বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ এ

তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় সদ্য নির্মিত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ ওঠে। ওই এলাকার বসতবাড়িতে পুলিশ গাঁজা গাছ উদ্ধারের অভিযান চালাই। অভিযানের সময় দেখা যায়, লালনের সদ্য নির্মিত বাড়িতে ১টি গাঁজা গাছ রয়েছে। গাছের উচ্চতা প্রায় ১০ ফিট ও ১০ কেজি ওজনের গাঁজা গাছ জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে দুই ভাইকে আসামি করে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, ওই বাড়ি থেকে ১০ কেজি ওজনের ১টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় বাড়ি করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়ে সংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা থানাপাড়ায় ক্রয়কৃত সম্পত্তির ওপর বাড়ি করতে গিয়ে কতিপয় প্রতিবেশীর হয়রানীর শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আসাদুল হক।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আসাদুল হক বলেন, তার স্ত্রী মোছাঃ রাশেদা খানমের নামে আনুমানিক ২৫ বছর আগে রওশন আলী ও বাবুর কাছ থেকে থানাপাড়ায় দুই দাগে একতলা বাড়িসহ ৮ শতক ৫৬ পয়েন্ট জমি ক্রয় করি।
৭২ নং গোবিন্দপুর মৌজায় ১ নং ওয়ার্ডের থানাপাড়ায় অবস্থিত সিএস ১৮১০ এবং ৪৭৩৭ দাগে ৬ শতক ওই ৩৮৩১ দাগে ২ শতক ৫৬ পয়েন্টসহ দুই দাগে মোট ৮ শতক ৫৬ পয়েন্ট জমি। জমিসহ ক্রয়কৃত বাড়িতে আমরা পঁচিশ

বছর ধরে বসবাস করে আসছি। সম্প্রতি একতলা ভেঙে জমিটিতে ৬ তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মান কাজ শুরু করেছি। এ লক্ষে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় বাড়ির নকশা অনুমোদনের আবেদন করেছি।

তিনি জানান, বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করার পরপরই সরকারি জমিতে বসবাস করতে থাকা আমার প্রতিবেশী মিজানুর রহমান ও রিজু আহমেদ আমার ও আমার পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মিথ্যারচার ছড়িয়ে বেড়াতে শুরু করে। তারা বলে বেড়ায় আমি সরকারি জমিতে নাকি বাড়ি নির্মাণ করছি।

তিনি আরো জানান, যে জমির বিষয়ে তারা অভিযোগ করছে সেটি আমার বাড়ির পিছনে । ১১ শতক ৩১ পয়েন্ট সরকারী এপি সেই সম্পত্তির মধ্যে মিজানুর রহমান ৫ শতক ৩১ পয়েন্ট, রিজু আহমেদ ৫ শতক ও আমার স্ত্রী রাশেদার খানমের নামে ১ শতক লীজ নেওয়া। তারা সরকারি ওই এপি সম্পত্তি অনেক আগে থেকেই ভোগদখল করে আসছেন। আমার ক্রয়কৃত নিজ বাড়ির পূর্বদিকে ১ শতক সরকারি এপি সম্পত্তিতে বাগান রয়েছে। আমি এপি সম্পত্তিতে বাড়ি নির্মাণ করছি না।

আসাদুল হক বলেন, কেবলমাত্র হিংসার বশবতি হয়ে একটি কুচক্রিমহল আমাকে ও আমার পরিবারকে সামাজিকভাবে হয়রানি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষরা আলমডাঙ্গা ভুমি অফিসে অভিযোগ দেয়। ভুমি অফিসের কর্মকর্তারা একাধিকবার সার্ভেয়ারসহ ঘটনাস্থল মাপজোক করে প্রতিপক্ষদের এপি সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে যান। উল্লেখিত ১১৩১ দাগের জমিতে আমি কোন বসতবাড়ি করছি না।

আসাদুল হক জানান, আমি আমার নিজ উদ্যোগে চার দফা আমিন ডেকে মাপজোক করে আমার জমি বুঝে নেই। তৃতীয় দফায় এসপি মহোদয়, পৌর মেয়র মহোদয় ও ওসি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে খুলনা থেকে আমিন এনে মাপজোক করে প্রতিপক্ষদের জমি বুঝিয়ে দেন। এপি’র ১১ শতক ৩১ পয়েন্ট দাগের সম্পত্তির দলিল ও রেকর্ড থাকা সত্বেও ভুলক্রমে আমার ৬ শতক জমির মধ্যে ম্যাপ কাটা পড়ে। ওই ম্যাপে আনুমানিক ১ শতক ১০ পয়েন্ট জমি ম্যাপে ওঠে। আমি আমার ম্যাপ সংশোধনের জন্য আদালতে আবেদন করেছি। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাড়ির একতলার ঢালাই সম্পন্ন হওয়ার পরও বিতর্ক এড়াতে এসি ল্যান্ড মহোদয়ের নির্দেশে বাড়ির কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছি।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছেন।

আলমডাঙ্গার খাসকররা ক্যাম্পের এসআই’র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার খাসকররা ক্যাম্পের এসআই ফরিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লালের স্ত্রী নুরানী পারভেজ সংবাদ সম্মেলন করেছেন। আসামী ধরার নামে বাড়িতে জোরপূর্বক উপ-পরিদর্শক (এসআই) তাদের আলমডাঙ্গার স্টেশনপাড়ার বসতবাড়িতে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ, গালিগালাজ ও আলমারি খুলে দুই লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেবার অভিযোগ তুলে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নুরানী পারভেজ বলেন, ‘ গতকাল মঙ্গলবার ভোররাতে চেয়ারম্যান লাল বাড়িতে ছিলেন না। এসআই ফরিদুল ইসলাম প্রথমে তার বাড়ির নিচতলার ভাড়াটিয়া শফিকুল ইসলাম, শাহিন শাহিদ, সাবেক কমিশনার শরিফুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলামের স্ত্রী অহিদা খাতুনকে গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

তিনি আরো বলেন, এরপর দোতলায় আমার বাসায় জোরপূর্বক পুলিশ প্রবেশ করে । পুলিশ আমার স্বামীকে খুঁজতে থাকে। এসময় আমার স্বামী চেয়ারম্যান লাল বাড়িতে ছিলেন না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে একা বাড়িতে ছিলাম। পুলিশ জোর করে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে বাড়িতে চেয়ারম্যান লালকে খুঁজতে ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করে। এক পর্যায়ে ঘরের আলমারি খুলে দুই লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয়। আমি ও আমার মেয়ে এসআই ফরিদুল ইসলামের জঘন্য আচরণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। বাড়ির ভাড়াটিয়াদের সামনেই এই কর্মকান্ড চালিয়ে তারা চলে যায়।

লিখিত বক্তব্যে নুরানী পারভেজ আরো বলেন, আমার স্বামী তাফসির আহমেদ লাল চেয়ারম্যান সালিশ বৈঠকে কোন ভুল ত্রুটি করে থাকলে তা আইন আমলে বিচারযোগ্য হবে। কিন্ত পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া কোন

আইনের ভেতরে পড়ে?

তিনি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করে এর সুরাহা কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়ার প্রেমিক জুটিকে জুতার মালা দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান, গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গা উপজেলার তিয়রবিলা গ্রামে পরকীয়ার অভিযোগে প্রবাসীর স্ত্রী ও ব্যবসায়ীকে জুতাপেটা করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সালিশকারীরা। পরে তাদের জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। গত ২৯ এপ্রিল শনিবার এই ঘটনা ঘটলেও সোমবার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সকলের নজরে আসে।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন হোসেন সোমবার সন্ধ্যায় খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৫ জন ও অজ্ঞাত ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় সালিশকারী তিনজনকে রাতেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন, খাসকররা গ্রামের শফি মল্লিক (৬০), হাসান আলী (৩০), কলম জোয়ারদার (৬০)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ী যুবক লালনের পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়ে খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামে ওই গৃহবধূর বাড়ির সন্নিকটে সালিশ বৈঠক ডাকেন ইউপি চেয়ারম্যান। অভিযুক্ত লালন সালিশে আসতে না চাইলেও জোরপূর্বক তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ২ শতাধিক সাধারণ মানুষের উপস্থিতে বৈঠক হয়। পরে সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরকীয়া গৃহবধূ ও লালনকে শারীরিক নির্যাতনের পর জুতার মালা পড়িয়ে এলাকা ঘুরাই। এছাড়াও দেড়

লক্ষাধিক টাকা জরিমানা ও দু’জনকে গ্রাম ছাড়তে নির্দেশ দেয়, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লাল। এ ঘটনায় সালিশকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন বলেন, ‘ ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে পূর্ব বিরোধের জেরে ওরা আমাকে জোর করে বেধেঁ গ্রামের সবার সামনে জুতার মালা দিয়েছে এবং জুতার মালা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়েছে। এখন আর বাঁচার ইচ্ছে নেই আমার। আমি এর বিচার চাই। সোমবার রাতেই থানায় মামলা করেছি’

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লালের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরই মামলা নিয়েছি। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়াও মূল হোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্যরা পলাতক রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) অর্থায়নে এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্যোগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

উদ্বোধনকালে এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের শিশুদের পুষ্টির অভাব দূর করতে এ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এটা শুধু কালিদাসপুর স্কুল নয়,পর্যায়ক্রমে প্রতিটি স্কুলকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। আপনারা যারা উপন্থিত আছেন আপনারা বাড়িতে গরু পালন করবেন। এতে শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।
তিনি বলেন, আমাদের সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। ছেলেমেয়েদের বিনামূল্য বই দেওয়া,প্রতিটি স্কুলের ভবন নির্মাণ করাসহ শিক্ষাখাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত (ইউএনও) রেজওয়ানা নাহিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. শামসুজ্জোহা, সহকারী শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজনীন বানু, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শরিফ উদ্দীন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক,ছাত্রলীগ নেতা বাদশা, সাকিব, রকি, টিটন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার কুলপালায় সড়ক দুর্ঘটনায় খাদ্য গুদামের দুই কর্মকর্তা নিহত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাইক্রোবাস-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে খাদ্য গুদামের দুই কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত

হন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়ক কুলপালা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা সদর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) নজরুল ইসলাম (৪২) ও উপ-সহকারী পরিদর্শক (এএসআই) সাইদুর রহমান (৪৫)। তবে তাৎক্ষণিক আহত ব্যাক্তির পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত ওসিএলএসডি নজরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি উত্তরপাড়ার মৃত ইউনুস শেখের ছেলে। খাদ্য অফিসের এএসআই সাইদুর রহমানের বাড়ি মেহেরপুর শহরে।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় মেহেরপুর থেকে দ্রূত গতিতে আসা একটি মাইক্রোবাস চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলো। এসময় মাইক্রোবাসটির একটি চাকা পাঙচার হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের দুই আরোহী মারা যান। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা ফায়ারসার্ভিসের দু’টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছাই।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সেক্রেটারি সহ গ্রেফতার ১১

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির মহা-সমাবেশকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের

গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ দলটির। তবে পুলিশ বলছে, পূর্বের সুনির্দিষ্ট মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুজ্জামান শরিফ অভিযোগ করে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিএনপির মহাবেশকে ঘিরে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে। এ জেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে যেতে না পারে, সেকারণেই মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়েছে। এ সময় দুই ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সেক্রেটারি সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মধ্যে বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান বকুল (৫৩), সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন (৪০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতাউল হুদা (৪৫), বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ওবাইদুল ইসলাম ঝন্টু (৪৩), লুৎফর রহমান টিটু (৫০), ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও চিকিৎসক এ কে এম নাজমুস সালেহীন লিপন (৪১), জেহালা ইউনিয়ন বিএনপি সদস্য সমসের আলী ছমে (৪৭), জামজামি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মজিবর রহমান (৫৫), খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ফতে আলী (৬০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য বাদশা আলম (৬০), আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য জনি (২৮)। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন বলেন, মহাসমাবেশ বাঁধাগ্রস্ত করতে অপকৌশল নিয়েছে সরকার। তারা দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। মিথ্যে মামলায় ১১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) একরামুল হোসেন বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আটকৃতদের গতকাল বুধবার দুপুরে কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।